শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রাভুপাদকৃত ‘ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য’,
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত ‘গৌড়ীয় ভাষ্য’,
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত ‘সারার্থ দর্শিনী’ টীকা অবলম্বনে...
এছাড়াও ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠ সংকলিত ‘ভাগবত সুবোধিনী’ গ্রন্থের বিশেষ সহায়তায়...

পদ্মমুখ নিমাই দাস

p.nimai.jps@gmail.com

১ম স্কন্ধ – ১ম অধ্যায় - ঋষিদের প্রশ্ন

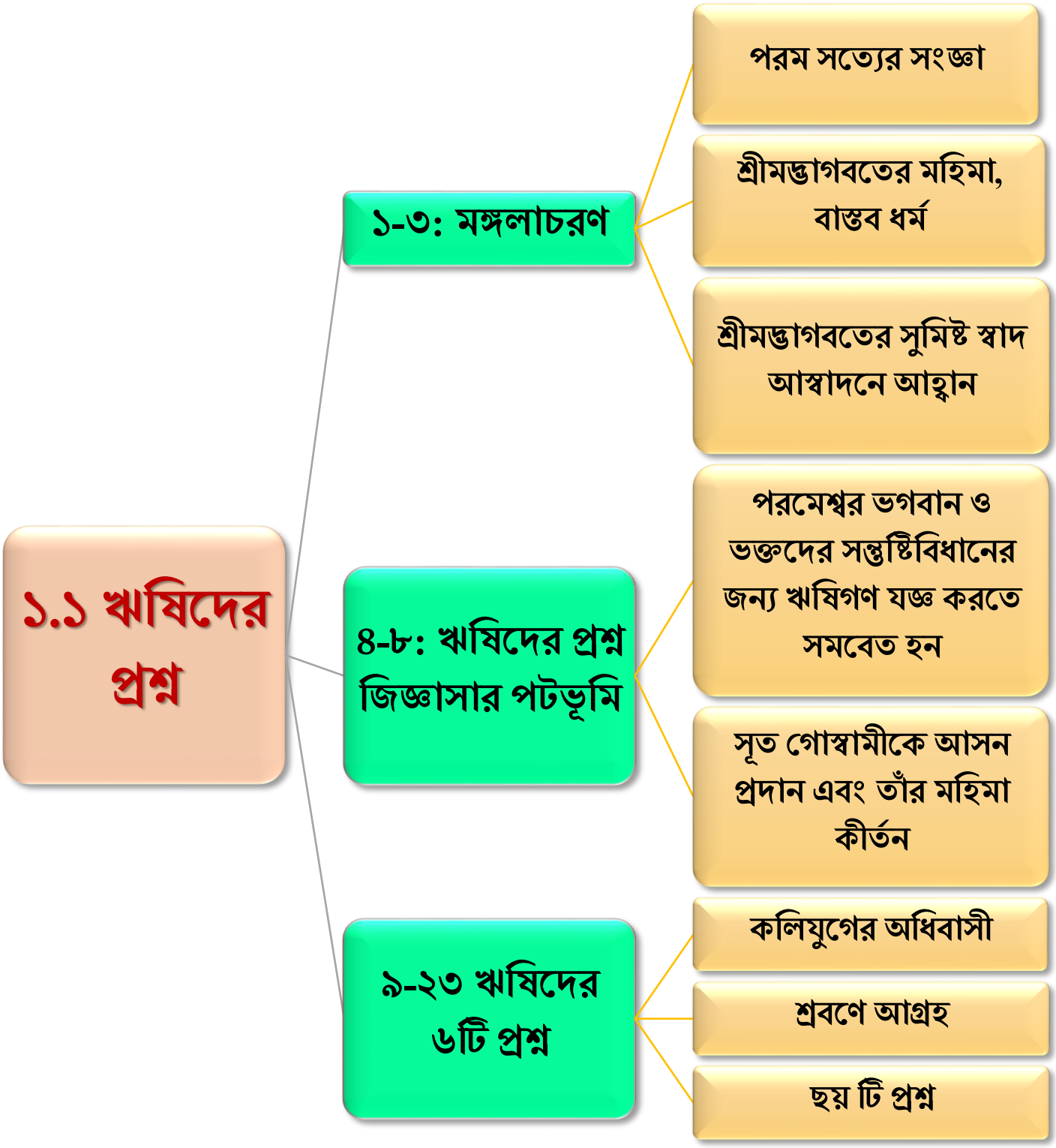

১-৩ – মঙ্গলাচরণ

৪-৮: ঋষিদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পটভূমি

🕮 ১.১.৪ – নৈমিষারণ্যে ঋষিদের যজ্ঞ –

এক সময় শৌনক আদি ঋষিরা পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের প্রীতি সাধনের জন্য বিষ্ণু-তীর্থ নৈমিষারণ্যে সহস্র বর্ষ ব্যাপী এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন।

নৈমিষ – যেখানে কামাদি শত্রুগণকে শীঘ্রই বিনাশ করা যায়।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- পূর্ববর্তী তিনটি শ্লোক হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতের ভূমিকাস্বরূপ। এখন এই মহান শাস্ত্রগ্রন্থের মূল বিষয়টি উপস্থাপন করা হচ্ছে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রথম শ্রীমদ্ভাগবত শোনান, তারপর দ্বিতীয়বার তার পুনরাবৃত্তি হয় নৈমিষারণ্যে।
- নৈমিষারণ্যের ইতিহাস – বায়বীয় তন্ত্রে উল্লেখ রয়েছে যে এই ব্রহ্মাণ্ডের কারিগর ব্রহ্মা একটি বিশাল চাকার কথা চিন্তা করেছিলেন, যা এই ব্রহ্মাণ্ডকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। সেই বিশাল চক্রের কেন্দ্রটি নৈমিষারণ্য নামক একটি বিশেষ স্থানে রয়েছে। তেমনই, বরাহ পুরাণেও নৈমিষারণ্য উল্লেখ রয়েছে, সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে এই স্থানে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান করার ফলে আসুরিক মনোভাবাপন্ন মানুষদের শক্তি নষ্ট হয়ে যায়।
- মহান ঋষিদের জনকল্যাণ – মহান ঋষিরা সমস্ত জীবের যথার্থ সুহৃদ, এবং তাঁরা ব্যক্তিগত অনেক অসুবিধা হলেও তাঁরা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় এবং জনসাধারণের মঙ্গল সাধনে যুক্ত থাকেন।
- শ্রীবিষ্ণু → একটি বিশাল বৃক্ষের মতো
- অন্য সকলে-স্বর্গের দেবতা, মানুষ, সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর এবং অন্য সমস্ত জীবেরা → সেই বৃক্ষটির শাখা-প্রশাখা এবং পত্র-স্বরূপ।
- এই বৃক্ষটির মূলে জল সিঞ্চন করা হলে বৃক্ষটির বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির আপনা থেকেই পুষ্টিসাধন হয়।

🕮 ১.১.৫ – সূত গোস্বামীকে ঋষিদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা –

একদিন প্রাতঃকালে সেই শৌনকাদি ঋষিরা হুতাগ্নিতে আহুতি প্রদান করে সমাদৃত আসনে উপবিষ্ট শ্রীল সূত গোস্বামীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- প্রাতঃকাল হচ্ছে পারমার্থিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠানের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়।
- ব্যাসদেব ও ব্যাসাসনের তাৎপর্য – মহর্ষিরা শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তাকে শ্রদ্ধা সহকারে ব্যাসাসন নামক উচ্চ-আসন প্রদান করেছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেব হচ্ছেন সমস্ত মানুষের আদি গুরু। অন্য সমস্ত গুরুদেব তাঁর প্রতিনিধি বলে গণ্য করা হয়। যথার্থ প্রতিনিধি হচ্ছেন তিনি, যিনি যথাযথভাবে ব্যাসদেবের দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করতে পারেন।
- প্রশ্ন করার মনোভাব – ভাগবতের শ্রোতারা স্পষ্টভাবে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য বক্তার কাছে প্রশ্ন করতে পারেন, তবে তা কখনই উদ্ধত মনোভাব নিয়ে করা উচিত নয়। ভাগবতের বক্তা এবং সেই বিষয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল হয়ে বিনীতভাবে প্রশ্ন করা কর্তব্য। সেই পন্থা ভগবদ্গীতাতেও নির্দেশিত হয়েছে।

গোস্বামী বা ব্যাসাসনে বসার যোগ্যতা

- গুরু-পরম্পরার ধারায় ব্যাসদেবের আদর্শ প্রতিনিধি
- সর্বতোভাবে তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করে পূর্ববর্তী আচার্যদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন
- তাঁদের খেয়াল-খুশিমত ভাগবতের অর্থ বা কদর্থ করে বক্তৃতা দেন না
- অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে পূর্ববর্তী যে-সমস্ত আচার্যরা অবিকৃতভাবে এই পারমার্থিক জ্ঞান প্রদান করে গেছেন, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁদের কার্য সম্পাদন করেন
- গোস্বামী অথবা শ্রীল ব্যাসদেবের উপযুক্ত প্রতিনিধিকে অবশ্যই সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত হতে হবে
- অবশ্যই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে পারদর্শী হতে হবে
- সব ক'টি দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে যথার্থভাবে অবগত, যাতে সেগুলি খণ্ডন করে শ্রীমদ্ভাগবতের আস্তিক্যবাদ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা যায়

(উৎস - তাৎপর্য ৫-৭)

📖 ১.১.৬-১.১.৮ – ঋষিদের সূত গোস্বামীর গুন বর্ণন –

৬	অনঘ	নিষ্পাপ
	অধীতানি	মহাভারত আদি ইতিহাস সহ অষ্টাদশ পুরাণ এবং সমস্ত ধর্মশাস্ত্র সদ্গুরুর কাছে অধ্যয়ন করেছেন
	আখ্যাতানি	ব্যাখ্যাও করেছেন
৭	বেদ-বিদাম্ শ্রেষ্ঠ	সর্বোত্তম বেদবিদ্ (ব্যাসদেবের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন)
	পরাবর-বিদঃ	ভৌতিক এবং আধিভৌতিক জ্ঞান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ।
৮	সৌম্য	সরল, নির্মল
	স্নিগ্ধ	বিনীত এবং শ্রদ্ধাশীল

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – (শ্লোক ৬)

- **শ্রবণ-কীর্তনের মাহাত্ম্য** – শ্রবণ করা এবং ব্যাখ্যা করা পাঠ করার থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেবল শ্রবণ এবং বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে এই শাস্ত্রজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করাকে বলা হয় কীর্তন। এই দুটি পন্থা-শ্রবণ এবং কীর্তন হচ্ছে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি করার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। যিনি যথার্থ সদগুরুর কাছে বিনীতভাবে শ্রবণ করার মাধ্যমে এই অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ করেছেন, তিনিই কেবল সেই বিষয় যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – (শ্লোক ৭)

- **শ্রীমদ্ভাগবত** হচ্ছে ব্রহ্মসূত্র বা বাদরায়ণ বেদান্ত-সূত্রের যথার্থ ভাষ্য। একে যথার্থ বলা হচ্ছে, কেন না ব্যাসদেব হচ্ছেন বেদান্ত-সূত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবত বা সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সারমর্ম-এই দুইয়ের প্রণেতা। ব্যাসদেব ছাড়াও অন্য কয়েকজন ঋষি ছ'টি বৈদিক দর্শন প্রণয়ন করে গেছেন। তাঁরা হচ্ছেন-গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি এবং অষ্টাবক্র।
- শ্রীল ব্যাসদেবকে ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়েছে কেন না তিনি হচ্ছেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার।

শ্লোকাভ্যাস

বেত্থ ত্বং সৌম্য তৎসর্বং তত্ত্বতস্তদনুগ্রহাৎ।
ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত ॥

যেহেতু আপনি শ্রদ্ধাশীল এবং বিনীত, তাই আপনার গুরুদেবেরা বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেছেন। কেন না, স্নিগ্ধ স্বভাবসম্পন্ন অর্থাৎ প্রীতিশীল শিষ্যের কাছেই গুরুবর্গ অতি নিগূঢ় রহস্য ব্যক্ত করেন। (শ্লোক ৮)

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – (শ্লোক ৮)

- পারমার্থিক জীবনে সিদ্ধিলাভের যথার্থ উপায় হচ্ছে শ্রীল গুরুদেবের সন্তুষ্টিবিধান করা এবং তার ফলে তাঁর আন্তরিক আশীর্বাদ লাভ করা।
- শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর বিখ্যাত গুর্বষ্টকমে বলেছেনঃ

  যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
  ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

  অর্থাৎ ''যিনি প্রীত হলে পরমেশ্বর ভগবান সন্তুষ্ট হন এবং যিনি অসন্তুষ্ট হলে জীবের আর কোন গতি থাকে না, আমার সেই পরমারাধ্য গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।'

৯-২৩ – ঋষিদের ৬টি প্রশ্ন

📖 ১.১.৯ – প্র ১: জীবের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ কি?

হে আয়ুষ্মন! আপনি জনসাধারণের পরম মঙ্গল কিভাবে সাধিত হয়, তা সহজবোধ্যভাবে আমাদের কাছে শোনান।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – (শ্লোক ৬)

- **আচার্য এবং গোস্বামীরা** সর্বদাই জনসাধারণের মঙ্গল চিন্তায় মগ্ন থাকেন, বিশেষ করে তাঁদের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য।
- **পারমার্থিক মঙ্গল** সাধিত হলে পার্থিব হিত আপনা থেকেই সাধিত হয়ে যায়। তাই আচার্যরা জনসাধারণের পারমার্থিক মঙ্গলের নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

[সূত্র – কলিযুগের মানুষের অধঃপতিত অবস্থা পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে]

📖 ১.১.১০ – কলিযুগের মনুষের বৈশিষ্ট্যাবলী –

শ্লোকাভ্যাস

প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ ॥

হে মহাজ্ঞানী, এই কলিযুগের মানুষেরা প্রায় সকলেই অল্পায়ু। তারা কলহপ্রিয়, অলস, মন্দ গতি, ভাগ্যহীন এবং সর্বোপরি তারা নিরন্তর রোগাদির দ্বারা উপদ্রুত।

সংস্কৃত	শ্রীল প্রভুপাদ	গৌড়ীয়-ভাষ্য
অল্প আয়ুষঃ	অল্প আয়ু	অল্প আয়ু
মন্দাঃ	অলস	পরমার্থ চেষ্টা বিহীন অলস
সুমন্দ-মতয়ঃ	অত্যন্ত মন্দ গতি	স্বল্পবুদ্ধি
মন্দ-ভাগ্যাঃ	দুর্ভাগ্য	বিঘ্নব্যাকুল (সুতরাং সাধুসঙ্গহীন)
উপদ্রুতাঃ	রোগাদির দ্বারা উপদ্রুত	রোগাদি ত্রিতাপ-প্রপীড়িত

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **অল্প আয়ুর কারণ** – কলিযুগের মানুষদের আয়ু অল্প হওয়ার কারণ খাদ্যাভাব নয় তার কারণ হচ্ছে অনিয়ম এবং অনাচার। সুনিয়ন্ত্রিতভাবে জীবন যাপন করলে, সাদাসিধে খাদ্য আহার করলে যে কোনও মানুষ সুস্থ ও সরলভাবে জীবনধারণ করতে পারে। অত্যাচার, অত্যধিকক ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, অন্যের করুণার উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা এবং কৃত্রিমভাবে জীবনের মান উন্নত করার চেষ্টা মানুষের জীবনী-শক্তি শোষণ করে নেয়। তাই তাদের আয়ু কমে যায়।
- **মন্দ-ভাগ্য** – কু-শিক্ষার প্রভাবে, মানুষদের আজ আর আত্মজ্ঞান লাভের কোন রকম বাসনা নেই। তারা যদি সে সম্বন্ধে জানতেও পারে, দুর্ভাগ্যবশত তারা কতকগুলি কপট প্রচারকের দ্বারা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়।
- এই কলিযুগের সমস্ত আবহওয়া অবিশ্বাসে পূর্ণ।
- নৈমিষারণ্যের ঋষিরা সমস্ত অধঃপতিত জীবদের জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে ব্যগ্র ছিলেন, তাই তাঁরা এখানে শ্রীল সূত গোস্বামীকে তার নিরাময়ের উপায় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন।

📖 ১.১.১১ – প্র ২: আত্মা (হরি) যাতে সুপ্রসন্ন হন সেই সর্ব শাস্ত্রের শ্রোতব্যসার কি ?

শ্লোকাভ্যাস

ভূরীণি ভূরিকর্মাণি শ্রোতব্যানি বিভাগশঃ ।
অতঃ সাধোহত্র যৎসারং সমুদ্ধৃত্য মনীষয়া ।
ব্রূহি ভদ্রায়ভূতানাং যেনাত্মা সুপ্রসীদতি ॥

বহুবিধ শাস্ত্র রয়েছে এবং সেই সমস্ত শাস্ত্রে নানা রকমের কর্তব্য-কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা বহু বছর ধরে বিভাগক্রমে পাঠ করার ফলে কেবল জানতে পারা যায় । তাই হে মহর্ষি, দয়া করে আপনি সেই সমস্ত শাস্ত্রের সারমর্ম সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য বিশ্লেষণ করে শোনান, যাতে তাদের হৃদয় সম্পূর্ণভাবে সুপ্রসন্ন হতে পারে ।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- কলিযুগের মানুষদের অধঃপতিত অবস্থার কথা বিবেচনা করে নৈমিষারণ্যের ঋষিরা শ্রীল সূত গোস্বামীকে অনুরোধ করেন যে তিনি যেন এই সমস্ত শাস্ত্রের সারমর্ম বিশ্লেষণ করেন । কেন না এই যুগের অধঃপতিত জীবদের পক্ষে বর্ণ এবং আশ্রম ধর্ম অবলম্বনপূর্বক সমস্ত শাস্ত্রের শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করে পরম পুরুষার্থ সাধন করা সম্ভব হবে না ।
- ঋষিরা যে কেন এই বিষয়ে সূত গোস্বামীকে প্রশ্ন করেছিলেন তা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করা হবে ।

📖 ১.১.১২ – প্র ৩: বাসুদেবের চরিত (কৃষ্ণাবতারের উদ্দেশ্য কি?)

হে সূত গোস্বামী! আপনার সর্ববিধ মঙ্গল হোক । আপনিও অবগত আছেন যে কি উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর ভগবান বসুদেব-পত্নী দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন । (দেবক্যাং বসুদেবস্য জাতো যস্য চিকীর্ষয়া)

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সাত্বতাং পতি – সৎ কথাটির অর্থ হচ্ছে পরম সত্য । আর যে সমস্ত মানুষ সেই পরম সত্যের সেবা করেন, তাঁদের বলা হয় 'সাত্বত' । আর পরমেশ্বর ভগবানের, যিনি এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তদের রক্ষা করেন, তাঁর আরেক নাম 'সাত্বতাং পতিঃ ।'
- ভদ্রম্ অর্থাৎ 'আপনার সর্ববিধ মঙ্গল হোক', কথাটির মাধ্যমে শ্রীল সূত গোস্বামীর কাছ থেকে পামতত্ত্ব সম্বন্ধে জানবার জন্য ঋষিদের ব্যাকুলতা প্রকাশ পাচ্ছে ।

📖 ১.১.১৩ – শ্রবণের আগ্রহ –

হে সূত গোস্বামী! যাঁর অবতার এবং আবির্ভাব সমস্ত জীবের মঙ্গল এবং সমৃদ্ধির জন্য হয়ে থাকে, আমরা সেই বাসুদেবের লীলাসমূহ শ্রবণ করতে অভিলাষী । আপনি অনুগ্রহ করে গুরু-পরম্পরায় লব্ধ সেই জ্ঞান আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করুন, কেন না তা শ্রবণ ও কীর্তনে উভয়েরই কল্যাণ সাধিত হয় ।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

"বক্তা ও শ্রোতার যোগ্যতা"

- শ্রবণ-পন্থা – পরম সত্য সম্বন্ধে অপ্রাকৃত বাণী শ্রবণ করার পন্থা এখানে বর্ণিত হয়েছে ।
- শ্রোতার যোগ্যতা – এই বাণী শ্রবণ করার প্রথম যোগ্যতা হচ্ছে যে শ্রোতাকে তা শ্রবণ করার জন্য ঐকান্তিভাবে আগ্রহী হতে হবে ।
- বক্তার যোগ্যতা – পূর্বতন আচার্যদের পরম্পরায় যুক্ত হতে হবে ।
- সূত গোস্বামী এবং নৈমিষারণ্যের ঋষিরা-উভয়ের ক্ষেত্রেই এই যোগ্যতাগুলি যথাযথভাবে প্রকাশ পেয়েছে, কেন না শ্রীল সূত গোস্বামী শ্রীল ব্যাসদেবের ধারায় এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং নৈমিষারণ্যের ঋষিরা সকলেই ছিলেন সেই পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভে ঐকান্তিকভাবে প্রয়াসী ।

📖 ১.১.১৪ – ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম –

শ্লোকাভ্যাস

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্ ।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্ ॥

জন্ম-মৃত্যুর ভয়ঙ্কর আবর্তে আবদ্ধ মানুষ বিবশ হয়েও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করতে করতে অচিরেই সেই সংসারচক্র থেকে মুক্ত হয়, সেই নামে স্বয়ং মহাকালও ভীত হন ।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

"নাম মাহাত্ম্য"

- সর্বশক্তিমান বাসুদেব তাঁর দিব্য নামে তাঁর সর্বশক্তি অর্পণ করেছেন ।[1]
- শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রীকৃষ্ণের থেকে অভিন্ন । তাই শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রীকৃষ্ণেরই মতো সর্বশক্তিমান । তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তাই যে কেউই মহা বিপদেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নামের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন ।
- বিবশ হয়ে অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে, বাধ্য হয়েও যদি কেউ শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করেন, তা তাঁকে জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করতে পারে ।

📖 ১.১.১৫ – ভক্ত ও গঙ্গা –

শ্লোকাভ্যাস

যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ ।
সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপো'নুসেবয়া ॥

হে সূত গোস্বামী, যে সমস্ত মহর্ষিরা সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সঙ্গ-প্রভাবে অর্থাৎ দর্শন মাত্রই জীব পবিত্র হয়, কিন্তু সুরধুনী গঙ্গার জল সাক্ষাৎ সেবা অর্থাৎ স্পর্শন, অবগাহন আদি করার পরেই কেবল মানুষকে পবিত্র করে ।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

[1] শিক্ষাষ্টক ২য় শ্লোক দ্রষ্টব্য

"শুদ্ধ ভক্তের মাহাত্ম্য"

- **গঙ্গা এবং শুদ্ধভক্তের মধ্যে তুলনা** – পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তের পাবনী শক্তি গঙ্গার থেকেও অধিক। দীর্ঘকাল ধরে গঙ্গার জলে অবগাহন করলে এবং গঙ্গার জল পান করলে পারমার্থিক মঙ্গল সাধিত হয়। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের কৃপা যে কোন জীবকে তৎক্ষণাৎ সব রকমের কলুষ থেকে মুক্ত করতে পারে।
- **ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করার অর্থ কি ?** – পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করা।
- **প্রভুপাদ ও বিষ্ণুপাদ অর্থ কি ?** – ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের একমাত্র কাজ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা এবং তাই তাঁদের প্রভুপাদ এবং বিষ্ণুপাদ আদি উপাধিতে ভূষিত করা হয়, যার অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতিনিধি।
- **শুদ্ধ ভক্তদের সাথে কিভাবে আচরণ করা উচিত ?** – ভগবানের এই শুদ্ধ ভক্তদের ভগবানেরই মতো সম্মান করা হয়, কেন না তাঁরা ভগবানের সবচাইতে গুরুত্ব পূর্ণ সেবায় যুক্ত। ভগবান সব সময়ই চান যে এই জড় জগতের অধঃপতিত জীবেরা যেন তাঁর কাছে ফিরে যায় এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে সেই কার্যটি সম্পাদন করেন। এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তদের শাস্ত্রে 'সাক্ষাৎ' হরি' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[2]
- **গুরুর প্রতি শিষ্য এবং গুরু স্বয়ং কি ভাব রাখবেন ?** – শুদ্ধ ভক্তের নিষ্ঠাবান শিষ্যরা তাঁদের গুরুদেবকে পরমেশ্বর ভগবানেরই সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন; কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই মনে করেন যে তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের দাসানুদাস। এটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তির পথ।[3]

📖 ১.১.১৬ – কলিকলুষ নাশক কৃষ্ণকথা –

কলিযুগের পাপ-পঙ্কিল অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষী এমন কে আছে যে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা শ্রবণ করতে অনিচ্ছুক ?

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

"কলিকলুষ থেকে মুক্তি ও জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা"

- **এই অত্যন্ত জটিল যুগের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্য কারা ?**
  - যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিপরায়ণ,
  - যাঁরা নিজেদের ধনসম্পদ বৃদ্ধির বাসনারহিত,
  - যাঁরা সব রকমের সকাম কর্ম এবং জল্পনা-কল্পনা প্রসূত জ্ঞানের প্রতি নিরাসক্ত।
- **সমস্ত জগৎ জুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় কি ?** – আজকালকার নেতারা শান্তি এবং সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বসবাস করার প্রয়াসের কথা বলে, কিন্তু ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা অতি সরল পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমেই যে কেবল সমস্ত জগৎ জুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে সে সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। ... আমরা যদি যথার্থই শান্তি চাই, তা হলে আমাদের পরমেশ্বর ভগবানকে জানার পথ উন্মুক্ত করতে হবে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে তাঁর পবিত্র কার্যকলাপ কীর্তন করার মাধ্যমে তাঁর মহিমা প্রচার করতে হবে।

📖 ১.১.১৭ – প্র ৪: তদবতার চরিত (পুরুষাবতার) –

তাঁর অপ্রাকৃত কার্যকলাপ অত্যন্ত মহাৎ এবং উদার, এবং নারদ আদি মহান ঋষিরা তা কীর্তন করেন। তা শ্রবণ করার জন্য আমরা অত্যন্ত আকুল হয়েছি, দয়া করে আপনি বিভিন্ন অবতারে তাঁর বিভিন্ন লীলাবিলাসের কথা আমাদের বলুন। (ব্রুহি নঃ শ্রদ্দধানানাং লীলয়া দধতঃ কলাঃ)।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **জড় এবং চিন্ময় জগতের মধ্যে কিভাবে তুলনা করা যায় ?** – ভগবানের জড় এবং চিন্ময় উভয় সৃষ্টিই শ্রী, ঐশ্বর্য এবং জ্ঞানে পরিপূর্ণ, কিন্তু চিন্ময় জগৎ সৎ, চিৎ এবং আনন্দময় হওয়ার ফলে আরও অধিক চমৎকার। অপ্রাকৃত জগতের বিকৃত প্রতিফলন এই জড় জগতের প্রকাশ হয় ক্ষণকালের জন্য এবং তাকে চলচ্চিত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যে সমস্ত অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মেকি জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয় তারাই কেবল এই জড় জগতের দ্বারা আকৃষ্ট হয়।
- **ভগবান কেন জড় জগতে অবতরণ করেন ?** – যারা ভগবানের অপ্রাকৃত ধাম এবং ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগত নয়, তাদের প্রতি কৃপা করেই ভগবান এই জগতে অবতরণ করে, তাঁর সঙ্গ করার ফলে যে কি অচিন্তনীয় আনন্দ উপভোগ করা যায় তা প্রদর্শন করেন। এই ধরনের কার্যকলাপের মাধ্যমে তিনি এই জড় জগতের বদ্ধ জীবদের আকৃষ্ট করেন।
- **কারা এই অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন বদ্ধ জীব ?** –
  - **কর্মী** – জড় ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগের মিথ্যা প্রচেষ্টায় লিপ্ত,
  - **জ্ঞানী** – 'নেতি নেতি' করে চিন্ময় জগতে তাদের যথার্থ আনন্দময় জীবনকে প্রত্যাখ্যান করছে।
- **কারা মুক্ত জীব এবং তাদের সাথে বদ্ধ জীবদের পার্থক্য কি ?** – কিন্তু এই দুই শ্রেণীর মানুষদের উর্ধ্বে রয়েছেন প্রকৃত তত্ত্বদ্রষ্টা মহাত্মা, যাঁদের বলা হয় সাত্বত বা ভক্ত, যারা কোন রকম অর্থহীন জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত নন, অথবা মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের প্রয়াসীও নন। তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত এবং তার ফলে তাঁরা কর্মী এবং জ্ঞানীদের অজ্ঞাত যে সর্বোচ্চ পারমার্থিক কল্যাণ, তা সাধন করেন।

📖 ১.১.১৮ – প্র ৫: ভগবানের যশ উদার লীলা (লীলাবতারগণ) –

হে মহাজ্ঞানী সূত গোস্বামী, দয়া করে আপনি আমাদের কাছে পরমেশ্বর ভগবানের অসংখ্য অবতারের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কথা বর্ণনা করুন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই পরম মঙ্গলময় লীলাবিলাস সম্পাদিত হয় তাঁর চিৎ-শক্তি যোগমায়ার দ্বারা। (অথাখ্যাহি হরের্ধীমন্নবতারকথাঃ শুভাঃ)

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ সরাসরি দর্শনকারী এবং তা শ্রবণকারী উভয়েরই মঙ্গল লাভ –** জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং

---

[2] গুর্বষ্টক ৭ম শ্লোক – সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈ...

[3] **গুরুদেবের প্রতি শিষ্য কি ভাব রাখবেন ?**
যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাহার প্রকাশ ।। চৈঃ চ আদি ১.৪৪

প্রলয়ের জন্য পরমেশ্বর ভগবান হাজার হাজার রূপে অবতরণ করেন এবং তাঁর এই চিন্ময় রূপে এই সমস্ত চিন্ময় কার্যকলাপ পরম মঙ্গলময়। সেই সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদিত হওয়ার সময় যাঁরা উপস্থিত থাকেন তাঁরা এবং যাঁরা সেই সমস্ত কার্যকলাপের অপ্রাকৃত বর্ণনা শ্রবণ করেন তাঁদের উভয়েরই মঙ্গল সাধিত হয়।

🕮 ১.১.১৯ – ভগবানের লীলা শ্রবণে অতৃপ্তি এবং প্রতি পদে রস আস্বাদন –

শ্লোকাভ্যাস

বয়ং তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥

উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দিত হন যে পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর অপ্রাকৃত লীলাকথা যতই আমরা শ্রবণ করি না কেন, আমাদের তৃপ্তি হবে না। যাঁরা তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করেছেন তাঁরা নিরন্তর তাঁর লীলাবিলাসের রস আস্বাদন করেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

"অপ্রাকৃত শাস্ত্রগ্রন্থ বনাম গল্প-উপন্যাস"

- পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের সঙ্গে জড় জগতের গল্প-উপন্যাসের অথবা ইতিহাসের একটা মস্ত বড় পার্থক্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন অবতারের লীলাবিলাসের ইতিহাস।
- ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ চিরনতুন – রামায়ণ, মহাভারত এবং অষ্টাদশ পুরাণ হচ্ছে পুরাকালের ভগবানের বিভিন্ন অবতারের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের বর্ণনা সমন্বিত ইতিহাস। তাই বারবার পাঠ করলেও তা চিরকাল নতুনই থাকে। যেমন, যে কেউ ভগবদ্গীতা অথবা শ্রীমদ্ভাগবত সারা জীবন ধরে বারবার পড়ে যেতে পারে, কিন্তু তবুও প্রত্যেকবারই তা তার কাছে নতুন বলে মনে হবে-প্রতিবারই নতুন নতুন তথ্য উদঘাটিত হবে।
- এই জড় জগতের সমস্ত খবরগুলি স্থাবর বা নিশ্চল, কিন্তু অপ্রাকৃত সংবাদ গতিশীল, ঠিক যেমন আত্মা গতিশীল আর জড় পদার্থ স্থাবর।
- যাঁরা অপ্রাকৃত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করার স্বাদ পেয়েছেন তাঁরা বারবার সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করেও ক্লান্ত হন না।

🕮 ১.১.২০ – পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক নরলীলা –

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভ্রাতা বলরামের সঙ্গে মনুষ্যরূপে লীলাবিলাস করেছেন, এবং এইভাবে তাঁর স্বরূপ গোপন রেখে তিনি বহু অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পাদন করেছেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবানকে নরমূর্তিধারী এবং নরসুলভ গুণসম্পন্ন বলে কল্পনা করার যে মতবাদ, তা পরমেশ্বর ভগবান অথবা শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে কখনই প্রযোজ্য হতে পারে না।
- শ্রীকৃষ্ণ এবং আধুনিক মনগড়া অবতারের মধ্যে পার্থক্য কি ? – এইভাবে মনগড়া ভগবানের অবতার সৃষ্টি করা আজকাল একটা সাধারণ ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে এই বাংলায় যে কোন মানুষ একটু ভেলকিবাজি দেখিয়ে অতি সহজে মূর্খ জনসাধারণের স্বীকৃতির মাধ্যমে ভগবান হয়ে যাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ সেই ধরনের অবতার ছিলেন না। তিনি তাঁর জন্মের পরেই তাঁর মাতা দেবকীর সম্মুখে তাঁর চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

🕮 ১.১.২১ – দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য উপস্থিত ঋষিদের হরিকথা শ্রবণের অবসর লাভ –

কলিযুগের আগমন হয়েছে জেনে আমরা এই বৈষ্ণব-ক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য এসে উপস্থিত হয়েছি ; এখন আমাদের হরিকথা শ্রবণের অবসর লাভ হয়েছে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সত্য যুগ → ১০০,০০০ বছর → ধ্যান
- ত্রেতা → ১০,০০০ বছর → যজ্ঞ
- দ্বাপর → ১,০০০ বছর → পূজা
- কলি → ১০০ বছর → শ্রবণ-কীর্তন
- সেই সমস্ত ঋষিরা এই পন্থার প্রবর্তন করেছিলেন বৈষ্ণবক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে।
- শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং কীর্তন – সকলেরই বোঝা উচিত যে নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং কীর্তন করাই হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভের একমাত্র পন্থা। এ ছাড়া অন্য সমস্ত পন্থাই হচ্ছে কেবল সময়ের অপচয় মাত্র, কেন না তার ফলে কোন লাভই হয় না।
- ভগবদ্গীতা থেকে শ্রীমদ্ভাগবত – কেউ যখন ভগবদ্গীতার বাণী যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তখন আত্মজ্ঞান লাভের পথে আরও অগ্রসর হওয়ার জন্য তাঁরা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতে পারেন।

🕮 ১.১.২২ – ভগবানের কৃপায়ই জীবের সাধু-গুরু সঙ্গ লাভ হয় –

শ্লোকাভ্যাস

ত্বং নঃ সংদর্শিতো ধাত্রা দুস্তরং নিস্তিতীর্ষতাম্।
কলিং সত্ত্বহরং পুংসাং কর্ণধার ইবার্ণবম্ ॥

আমরা মানুষের সদ্ গুণ অপহরণকারী কলিকাল-রূপ দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে ইচ্ছুক। সমুদ্রের পরপারে গমন করতে ইচ্ছুক মানুষের কাছে কর্ণধার সদৃশ আপনাকে বিধাতাই আমাদের কাছে পাঠিয়ে আপনার দর্শন লাভ ঘটিয়েছেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

"ভয়ঙ্কর কলি যুগ; সদ্গুরু – কর্ণাধার"

- কলি যুগের ভয়ঙ্কর অবস্থা শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে বর্নিত হয়েছে। সুতরাং যে সমস্ত মানুষ আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টায় তাঁদের জীবন সার্থক করতে চান, তাদের পক্ষে এই যুগ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।
- দীর্ঘ যাত্রাপথের স্বল্পক্ষণ – এই যুগের মানুষ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রচেষ্টায় এত ব্যস্ত যে তারা আত্মজ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত

হয়েছে । উন্মাদের মতো তারা খোলাখুলিভাবেই বলে যে আত্মজ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা করার কোন প্রয়োজন নেই; কারণ তারা বুঝতে পারে না যে এই ক্ষণস্থায়ী জীবন হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভের দীর্ঘ যাত্রাপথের স্বল্পক্ষণ মাত্র ।

- **শিক্ষার কসাইখানা** – আধুনিক যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থায় মানুষকে কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির শিক্ষাই দেওয়া হচ্ছে এবং যে কোনও চিন্তাশীল মানুষ যদি একটু চিন্তা করে দেখেন, তা হলেই তিনি বুঝতে পারবেন যে এই যুগের শিশুরা কীভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে তথাকথিত শিক্ষার কসাইখানায় বলি হওয়ার জন্য প্রেরিত হচ্ছে ।
- **এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি ?** – তাই শিক্ষিত মানুষদের কর্তব্য হচ্ছে এই যুগ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এবং তাঁরা যদি কলিযুগ রূপী এই দুর্লঙ্ঘ সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে চান, তা হলে অবশ্যই তাঁদের নৈমিষারণ্যের ঋষিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীল সূত গোস্বামী অথবা তাঁর উপযুক্ত প্রতিনিধিকে তাঁদের তরণীর কর্ণধাররূপে গ্রহণ করতে হবে। সেই তরণীটি হচ্ছে ভগবদ্গীতা অথবা শ্রীমদ্ভাগবত রূপী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী ।

১.১.২৩ – প্র ৬: শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধানের পর ধর্ম কার শরণ গ্রহণ করেছে ?

পরম ব্রহ্ম যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি তাঁর নিত্য ধামে অন্তর্ধান রূপ অপ্রকট লীলায় প্রবেশ করলে সনাতন ধর্ম কার শরণাপন্ন হয়েছে, তা আমাদের বলুন। (ধর্মঃ কং শরণং গতঃ)

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ধর্ম হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রদত্ত পন্থা । যখন ধর্মের গ্লানি অথবা অবমাননা হয়, তখন পরমেশ্বর ভগবান ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য আবির্ভূত হন । সে কথা ভগবদ্গীতায় বর্ণিত হয়েছে ।
- এখানে নৈমিষারণ্যের ঋষিরা সেই সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করছেন । এই প্রশ্নের উত্তর পরে দেওয়া হয়েছে ।
- শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে অপ্রাকৃত শব্দরূপে পরমেশ্বর ভগবানের অবতার, এবং তাই তা হচ্ছে দিব্য জ্ঞান এবং ধর্মনীতির পূর্ণ প্রকাশ ।

ইতি-শ্রীমদ্ভাগবতের ''ঋষিদের প্রশ্ন'' নামক প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য ।

ইতি ''ভাগবত বিচার'' নামক প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠ সহায়িকা ।